

## বৈষম্য বিলোপ আইন, ২০১৮

২০১৮ সনের ... নং আইন

[....., ২০১৮]

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার বৈষম্য বিলোপকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু, জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার রহিয়াছে যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে; এবং যেহেতু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসমূহ অনুসমর্থন ও স্বাক্ষর করিয়াছে এবং যেহেতু সংবিধানে প্রদত্ত উক্তরূপ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বপ্রকার বৈষম্য বিলোপকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়:

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়  
প্রারম্ভিক

১। (১) এই আইন বৈষম্য বিলোপ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

সংক্ষিপ্ত  
শিরোনাম ও  
প্রবর্তন

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

সংজ্ঞা

- (ক) “অপরাধ” অর্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ৪ ধারায় উল্লিখিত নিষিদ্ধ কার্যাবলী;
- (খ) “অস্পৃশ্যতা” অর্থ বিশেষ ধর্মে বা গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিবার বা বিশেষ পেশায় (যেমন-পরিচ্ছন্নতা কর্ম) নিয়োজিত থাকিবার কারণে কোন নাগরিকের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ বা অপবিত্র বিবেচনা করা;
- (গ) “আদালত” অর্থ এই আইনের আওতায় গঠিত “বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত”;
- (ঘ) “কমিশন” অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;
- (ঙ) “চেয়ারম্যান” অর্থ চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;
- (চ) “জনস্থল” অর্থ সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, ও স্বায়ত্বশাসিত অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক, আদালত ভবন, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণি ভবন, রেস্টুরেন্ট, গণশৌচাগার, সেলুন, খেলার মাঠ, শিশুপার্ক, মেলা বা সর্ব প্রকার গণপরিবহন ও গণ পরিবহনে আরোহণের নিমিত্ত যাত্রীদের অপেক্ষার নির্দিষ্ট সারি, ধর্মীয় উপসনালয় ও সংস্কারস্থল, জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহার্য অন্য যে কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময়ে ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

- (ছ) “দেওয়ানি কার্যবিধি” অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);
- (জ) “ফৌজদারি কার্যবিধি” অর্থ The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act V of ১৮৯৮);
- (ঝ) “প্রতিবন্ধী ব্যক্তি” অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধীতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি;
- (ঞ) “বৈষম্য” অর্থ-
- i. কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে ধর্ম, বিশ্বাস, গোষ্ঠী, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আনুষ্ঠানিকতা, বংশানুক্রমিক বা বর্তমান পেশা, জাতি বা নৃতাত্ত্বিক উৎস, লিঙ্গ (নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া), যৌন প্রবৃত্তি, বয়স, প্রতিবন্ধীতা, গর্ভাবস্থা, মাতৃত্ব, রোগ-ব্যাধি, বৈবাহিক অবস্থা, জন্মস্থান বা অন্য কোন কারণে-যে কোন পার্থক্য, বঞ্চনা, বিধি নিষেধ আরোপ করা যাহার ফলে সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা নাগরিক জীবনের অন্য যে কোন মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি ভোগ অথবা চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা ক্ষতির উদ্ভব হয়।
- ii. বৈষম্য প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে একই রকম পরিস্থিতিতে অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হইতে ভিন্নতর আচরণের শিকার হয় তখন তা পত্যক্ষ বৈষম্য বলিয়া গণ্য হইবে।
- iii. বৈষম্য পরোক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে যখন কাহারো কোন কাজ, আচরণ, চাহিদা বা আরোপিত শর্ত আপাত দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ মনে হইলেও কোন গোষ্ঠীর প্রতি প্রকৃত পক্ষে তাহা ভিন্ন আচরণ প্রকাশ করে।
- (ট) “বৈষম্যমূলক কার্যাবলী” অর্থ এই আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত কার্যাবলী;
- (ঠ) “অপরাধ তদন্ত সেল” অর্থ হইল অপরাধসমূহ তদন্তের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন- ২০০৯ (৫৩ নং আইন) এর আলোকে গঠিত অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগ।
- (ড) “তৃতীয় লিঙ্গ” অর্থ জন্মগতভাবে পুরুষ, নারী বা অন্য যেভাবেই জন্ম হোক না কেন বয়োসন্ধিকালে শারীরিক গঠন বা মানসিক পরিবর্তনের কারণে নিজেকে নারী, পুরুষ বা হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে দাবী ও প্রকাশ করে।
- (ঢ) “সেবা” অর্থ কোন সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত সেবাসমূহ
- (ণ) “সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী” হইল যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী বৈষম্যের শিকার হইয়াছেন বা হইতেছেন বা বৈষম্যের শিকার হইবার ঝুঁকির মধ্যে রহিয়াছেন।

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, ইহার অধীনে প্রণীত বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ প্রাধান্য পাইবে।

আইনের  
প্রাধান্য

দ্বিতীয় অধ্যায়  
সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ-করণ ও শাস্তি

৪। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধর্ম, বিশ্বাস, গোষ্ঠী, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আনুষ্ঠানিকতা, বংশানুক্রমিক বা বর্তমান পেশা, জাতি বা নৃতাত্ত্বিক উৎস, লিঙ্গ (নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া), যৌন প্রবৃত্তি, বয়স, প্রতিবন্ধীতা, গর্ভাবস্থা, মাতৃত্ব, রোগ-ব্যাদি, বৈবাহিক অবস্থা, জন্মস্থান বা অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বৈষম্য করিলে বা অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড করিলে তাহা বৈষম্যমূলক কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হইবে।

নিম্নোক্ত বৈষম্যমূলক কার্যাবলী অপরাধ মর্মে গণ্য হইবে:

- (ক) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জনস্থলে প্রবেশ, উপস্থিতিতে বাধা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ অথবা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা;
- (খ) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত অফিসের সেবা প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করা;
- (গ) (i) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোন পণ্য ও সেবা আইনানুগভাবে উৎপাদন, বিক্রয় অথবা বিপণন করিতে বাধা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা;
- (ii) নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য আইনে নির্ধারিত কোন সুবিধা, পণ্য, সেবা গ্রহণ অথবা পণ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও বিপণনে বাধা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা;
- (ঘ) উপর্যুক্ত কারণ ছাড়াও পিতৃ বা মাতৃপরিচয় প্রদানে অসমর্থতার কারণে কোন শিশুকে বেসরকারি বা সরকারি- আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-এর শিক্ষক-শিক্ষিকা বা কর্মচারী বা দায়িত্ব পালনকারী অন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিতে অস্বীকৃতি বা অমত, সমান সুযোগ-সুবিধা; প্রদান বা অবস্থানের ক্ষেত্রে পার্থক্য, বঞ্চনা, বিধি-নিষেধ আরোপ, সীমাবদ্ধকরণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার বা অন্য যে কোন ধরনের বৈষম্য করা;
- (ঙ) প্রতিবন্ধী বা তৃতীয় লিঙ্গ হইবার কারণে কোন শিশুকে;
- (১) পরিবারে প্রতিপালন না করিয়া বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন প্রতিবন্ধী শিশুর পিতা/মাতা/অভিভাবক-এর আর্থিক অসচ্ছলতা কিংবা দরিদ্রতার কারণে বা শিশুর মঙ্গল ও কল্যাণার্থে কোন সংস্থা, এতিমখানা বা ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে লালন পালনের জন্য শিশুকে প্রদান করেন তাহা হইলে এই উপধারা প্রযোজ্য হইবে না;

(২) সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভে বঞ্চিত করা

- (চ) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোন উৎসব/অনুষ্ঠানের আয়োজন, তাহাতে প্রবেশ ও অংশগ্রহণ, কোন উপসনালয়ে প্রবেশ ও অংশগ্রহণ, নিজ ধর্ম অনুযায়ী দাফন/শেষকৃত্য/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া/সৎকার সম্পাদন ও যোগদানে বাধা প্রদান করা;

- (ছ) (১) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোন বৈধ পেশা বা চাকুরি গ্রহণ, বৈধ ব্যবসা পরিচালনা হইতে নিষিদ্ধ করা, অথবা কোন অবৈধ পেশা গ্রহণ অথবা অবৈধ ব্যবসা পরিচালনায় বাধ্য করা;
- (২) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারি চাকুরীতে নিয়োগপত্র বা ছুটি বা পদোন্নতি বা বদলি বা বেতন-ভাতা-মজুরি বা সুযোগ-সুবিধাদি প্রাপ্তিতে পার্থক্য, বঞ্চনা, বিধি নিষেধ আরোপ, সীমাবদ্ধকরণ বা পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা বা চাকরিচ্যুত করা;
- (জ) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বাড়ি ভাড়া না দেওয়া, বসবাসের স্থান প্রদানে অস্বীকৃতি বা অমত প্রদান করা, আবেদন অনুমোদন না করা বা কঠিন শর্ত আরোপ করা;
- (ঝ) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তাহার বা তাহাদের বাসস্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশে বাধা প্রদান করা, তাহার বা তাহাদের বাসস্থান বা এলাকা হইতে উচ্ছেদ করা অথবা বাসস্থান অথবা এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা;
- (ঞ) বিবাহযোগ্য কোন ব্যক্তিকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আন্তঃগোত্রীয় বিবাহের ব্যাপারে বাধা প্রদান করা অথবা এমন বিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠান পালনে অস্বীকৃতি জানানো অথবা বিবাহে আবদ্ধ ব্যক্তিদের বিবাহ বিচ্ছেদে বাধ্য করা;
- (ট) (১) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা রীতি-নীতি পালন করা হইতে বিরত করা বা অনিচ্ছায় অন্য কোন ধর্মীয় কাজ পালনে বাধ্য করা;
- (২) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তাহাদের অনিচ্ছায় অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ ও পালন বা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা;
- (ঠ) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আইনানুগভাবে সম্পত্তি অর্জনে ও হস্তান্তরে বাধা প্রদান করা;
- (ড) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাহিত্য, ছবি, নকশা, কার্টুন বা পোস্টার মুদ্রণ, প্রদর্শন ও প্রচারের মাধ্যমে অথবা দৃশ্য ও শ্রবণের মাধ্যমে (Audio Visual Materials) বা প্রদর্শনীর দ্বারা অথবা অন্য কোন মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক পেশাগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নের চেষ্টা করা;
- (ঢ) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাহার বা তাহাদের কোন কর্মকাণ্ড, অঙ্গভঙ্গি, আচরণ বা কথাবার্তার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা কোন কটুক্তি করা;
- (ণ) ব্যক্তিগত আইন ও *The Special Marriage Act, 1872* (১৮৭২ সনের ৩ নং আইন) এর অধীনে অথবা ব্যক্তি, বর্ণ ও জাতিগত ভিন্নতার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং উক্তরূপ বিবাহের কারণে বিবাহের পক্ষদের এবং তাহাদের সন্তানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা সন্তানদের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্য সম্পত্তি বা অন্যান্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা।

তৃতীয় অধ্যায়  
অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্ত প্রক্রিয়া

৫। কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ অনুসন্ধান, তদন্ত পদ্ধতি ও আদালত কর্তৃক আমলে গ্রহণ;

অভিযোগ  
দায়ের

(১) এই আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে বৈষম্যের দ্বারা ভুক্তভোগী ব্যক্তি কিংবা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কমিশন বরাবরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে। কমিশন ধারা ৬ অনুসারে অনুসন্ধানপূর্বক তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বা যৌক্তিক কারণে অভিযোগ গ্রহণ না করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগের কোন কর্মকর্তাকে বর্ণিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক অনুসন্ধান/সরাসরি তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিবে। প্রাথমিক অনুসন্ধানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা মর্মে উল্লিখিত হইবেন।

(৩) প্রাথমিক অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক সাত (০৭) কর্মদিবসের মধ্যে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিবেন। কমিশন উক্ত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনান্তে সাত (০৭) কর্মদিবসের মধ্যে প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হইলে অভিযোগ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্ত করা বা না করা বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

অনুসন্ধান,  
মামলা  
দায়ের, তদন্ত  
পদ্ধতি

(৪) উপ-ধারা ২ অনুসারে কমিশন কর্তৃক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বা অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগের অন্য কোন কর্মকর্তাকে কমিশন অভিযোগ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিবে। যিনি অতপর তদন্তকারী কর্মকর্তা মর্মে উল্লিখিত হইবেন।

(৫) কোন অভিযোগ তদন্তের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা এই আইন, সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক, ফৌজদারি কার্যবিধির অনুসরণ করিবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৬) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত আলামত বা অন্যান্য তথ্য তদন্তকারী কর্মকর্তা কেবল আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবেন;

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পর্কে তদন্তপূর্বক ত্রিশ (৩০) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে। কোন সঙ্গত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্তান্তে প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে, তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য কারণ উল্লেখ পূর্বক কমিশনে লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবে। তদন্তকারী কর্মকর্তা বর্ণিত সময়ের মধ্যে ও তদন্ত কার্য সম্পন্ন

করিতে ব্যর্থ হইলে কমিশন পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য অভিযোগ ও তদন্ত বিভাগের অন্য কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(৮) তদন্ত কার্য সম্পন্ন হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ সহ মূল প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিবেন। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অভিযোগে বর্ণিত অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হইলে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনটি সরাসরি আদালতে দাখিল করিবেন। আদালত বর্ণিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ সরাসরি আমলে গ্রহণ করিবে।

৬। ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বা তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।

আইন  
প্রয়োগকারী  
সংস্থা ও  
অন্যান্য  
কর্তৃপক্ষের  
সহায়তা গ্রহণ

৭। আদালতের মামলা দায়ের ও আমল গ্রহণ;

ধারা ৫-এর উপধারা (১) এর বিধান থাকা সত্ত্বেও ৪ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে বৈষম্যের দ্বারা ভুক্তভোগী ব্যক্তি কিংবা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরাসরি আদালতে দরখাস্ত দাখিলের মাধ্যমে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ  
অপরাধের দণ্ড ও ক্ষতিপূরণ

অপরাধের দণ্ড

৮। এই আইনের বর্ণিত অপরাধ সংগঠনের দায়ে আদালত নিম্নোক্ত দণ্ড প্রদান করিবে:

(ক) কোন ব্যক্তি ৪ ধারার লংঘন করিলে ৬ মাস হইতে ২ বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১০ হাজার টাকা হইতে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। অর্থ দণ্ড অনাদায়ে আরো ১ মাস হইতে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি ৪ ধারায় বর্ণিত অপরাধ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে সহায়তা, প্ররোচনা অথবা উস্কানি প্রদান করেন বা এমন কাজের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি প্রধান অপরাধীর জন্য নির্ধারিত দণ্ডের অর্ধেক দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(গ) কোন ব্যক্তি যদি অত্র আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন উহা উল্লেখকারী এবং তদন্ত প্রতিবেদন পাইবার পর আদালত ওই ব্যক্তিকে মূল অপরাধীর জন্য নির্ধারিত দণ্ডের অর্ধেক দণ্ডে দণ্ডিত করিবে।

ক্ষতিপূরণ

৯। (১) কোন ব্যক্তি যদি অত্র আইনের কোন বিধান লংঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। তাহলে অপরাধের ধরণ এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে আদালত তাহাকে প্রদত্ত দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে নূন্যতম ১০ হাজার টাকা হইতে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও অপরাধী যদি অপরাধের শিকার ব্যক্তির কোন ক্ষতি করিয়াছেন বলিয়া প্রমানিত হয়, তাহা হইলে আদালত ওই ক্ষতির ওপর ভিত্তি করিয়া অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে চিকিৎসার খরচ অথবা অতিরিক্ত কোন যুক্তিসঙ্গত খরচ প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ  
বৈষম্য বিলোপ আদালত ও বিচার প্রক্রিয়া

১০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক “বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত” প্রতিষ্ঠা করিবে এই আইনে বর্ণিত অপরাধ/দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা বৈষম্য বিলোপ আদালতে বিচার হইবে।

বৈষম্য বিলোপ  
বিশেষ আদালত  
প্রতিষ্ঠা

(২) সরকার বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে প্রত্যেক জেলার জেলা ও দায়রা জজকে “বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত” এর বিচারক নিযুক্ত করিবে; তিনি নিজ সাধারণ এখতিয়ারভুক্ত মামলা ছাড়াও “বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত” এর এখতিয়ারভুক্ত মামলাসমূহের বিচার নিষ্পত্তি করিবেন অথবা জজশীপের যে কোন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এর নিকট বিচার নিষ্পত্তির জন্য বদলী করিতে পারিবেন, সেই ক্ষেত্রে বদলীকৃত আদালতটি “বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত” হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচার নিষ্পত্তিকালে আদালতটি দায়রা আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং দেওয়ানী মামলা বিচার নিষ্পত্তিকালে দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

১১। (১) আদালত এই আইনের অধীন কোন ফৌজদারী অপরাধের বিচার নিষ্পত্তিকালে ফৌজদারী কার্যবিধি এবং দেওয়ানী মামলা বিচারকালে দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসরণ করিবে। উভয় ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রযোজ্য হইবে।

আদালতের  
কার্যপদ্ধতি ও  
ক্ষমতা

(২) এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা সমূহ “বৈষম্য বিলোপ ফৌজদারী মামলা” এবং “বৈষম্য বিলোপ দেওয়ানী মামলা” হিসাবে পৃথক রেজিষ্টারভুক্ত হইবে।

(৩) এই আইনের ধারা ৪ এ বর্ণিত বৈষম্যমূলক কার্যাবলী দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি দেওয়ানী প্রতিকার প্রার্থণার নিমিত্তে নিবর্তনমূলক প্রতিকার, ঘোষণামূলক প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণের প্রতিকার প্রার্থণাসহ দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা এই আদালতে দায়ের করিতে পারিবে।

৪। (ক) বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালতে রাষ্ট্র পক্ষে যিনি বৈষম্য বিলোপ ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করিবেন তিনি বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বৈষম্য বিলোপ দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে যিনি মামলা পরিচালনা করিবেন তিনি বিশেষ সরকারী কৌশলী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(খ) কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কর্মকর্তা প্রয়োজনে মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর ও বিশেষ সরকারী কৌশলীদের সহায়তা করিবেন এবং প্রয়োজনে নিজে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।



(৫) আদালতের তলব মতে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতীত ফেরত দেওয়া যাইবে না এবং আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্ম সময় অতিক্রান্ত হইলে উক্ত মামলার শুনানি বা সাক্ষ্য গ্রহণ পরবর্তী কর্ম দিবসে চলমান থাকিবে।

(৬) কেবল যুক্তিসঙ্গত কারনে মামলার শুনানি মুলতবী করা যাইবে, তবে কোন অবস্থায় দুই (০২) বারের অধিক শুনানি মুলতবী করা যাইবে না।

(৭) বৈষম্য বিলোপ ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে এবং বৈষম্য বিলোপ দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় গঠনের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) কর্ম দিবসের মধ্যে আদালত বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে। কোন কারণে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সম্পন্ন না হইলে আদেশের কারণ উল্লেখপূর্বক পরবর্তী ত্রিশ (৩০) কর্মদিবসের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করিবে।

১২। অভিযোগ গঠনকালে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ আর করিবে না মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা দাখিল করিলে অভিযোগকারীর সম্মতি সাপেক্ষে আদালত প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ পূর্বক স্বীয় বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ প্রদানের মাধ্যমে মামলাটির নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

স্বেচ্ছায় দোষ  
স্বীকারোক্তি

১৩। এই আইনের অধীনে অপরাধ সমূহ আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য।

অপরাধের  
আমলযোগ্যতা  
ও জামিন  
যোগ্যতা

আপীল

১৪। (১) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ উক্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবে। উক্ত আপীল মামলা সমূহ “বৈষম্য বিলোপ ফৌজদারী আপীল মামলা” এবং “বৈষম্য বিলোপ দেওয়ানি আপীল মামলা” হিসাবে পৃথক রেজিস্টারভুক্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আপীল মামলা সমূহ দায়েরের তারিখ হইতে একশত বিশ (১২০) কার্য দিবসের মধ্যে আপীল আদালতে বিচার কার্য নিষ্পত্তি করিবে।

তবে নির্ধারিত সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে মামলার কার্যকারিতা লোপ পাইবে না।

(৩) আপীল মামলা সমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে *The Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Rules, 1973* এর ‘পেপার বুক’ প্রস্তুত ও দাখিলকরণ সংক্রান্ত বিধি সমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

আদালতের  
আদেশ  
অমান্যকরণ,  
ইত্যাদির  
দণ্ড

১৫। আদালতের কোন নির্দেশ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমান্য করিলে, আদালত তাহাকে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবার আদেশ করিতে পারিবেন, নির্দেশ অমান্যকারীর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলে আদালত তাহাকে উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনসহ অনধিক ২ (দুই) মাসের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডিত করিতে পারিবে; অমান্যকারী সরকারি কর্মচারী হইলে এবং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলা করিয়া নির্দেশ পালন করে নাই মর্মে প্রতীয়মান হইলে আদালত তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে। অর্থ দণ্ড অনাদায়ে আরো ৭ দিনের কারাদণ্ডের

- আদেশ দিতে পারিবে।
- \*\*\*\*\*১৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বৈষম্যমূলক মামলার তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করিতে পারিবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সহায়তা প্রদান (২) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠীকে মূলধারায় আনয়নকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করিবে;
- (৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আবশ্যিকীয় সকল প্রকার সহায়তা দান করিবে।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ বিবিধ

১৭। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বিধি  
প্রণয়নের  
ক্ষমতা

(২) উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্ত বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত সকল বা কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর শুমারীকরণ, যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং তাহাদের উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন;

১৮। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইনটির ইংরেজিতে অনূদিত একটি অনুমোদিত পাঠ প্রকাশ করিবে।

ইংরেজীতে  
অনূদিত  
পাঠ  
প্রকাশ

(২) এই আইনের কোন বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি পাঠ সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হইলে, বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।